কালের কণ্ঠ

তারিখ 09 DEC 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

বই উৎসব বাধাগ্রস্ত হওয়ার শঙ্কা

শরীফুল আলম সুমন ▷

ডিসেম্বরের মধ্যে প্রাথমিকের শতভাগ বই পৌঁছানো নিয়ে সংশয়

দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী, প্রাথমিকের বই সরবরাহের শেষ দিন ছিল ৩০ নভেম্বর। তবে বিশেষ কারণে আরো ১০ দিন সময় দেওয়া হয়েছিল মুদ্রণকারীদের। সেই হিসাবে সময়সীমা শেষ হচ্ছে আগামীকাল বৃহস্পতিবার। অথচ গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত ৫৫ দিনে মাত্র ৫০ শতাংশ বই উপজেলা পর্যায়ে পৌঁছেছে। ডিসেম্বরের আর বাকি আছে ২২ দিন। এ অবস্থায় ডিসেম্বরের মধ্যে প্রাথমিকের শতভাগ বই পৌঁছানো নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। আর সব বই পৌঁছাতে না পারলে ১ জানুয়ারির বই উৎসবও বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

আবার এরই মধ্যে নতুন করে বইয়ের দাম পুনর্নির্ধারণে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে (এনসিটিবি) চিঠি দিয়েছে মুদ্রণ শিল্প সমিতি। সমিতি বলছে, গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির কারণে সব উপকরণের দাম বেড়ে গেছে। তাই বইয়ের দাম পুনর্নির্ধারণ করা উচিত। এ নিয়েও জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে।

মুদ্রণশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা নাম প্রকাশ না করার শর্তে কালের কণ্ঠকে বলেছেন, 'ডিসেম্বরের মধ্যে শতভাগ বই পৌঁছানো কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কারণ দেড় মাসেরও বেশি সময় লাগাতার অধিক কাজ করতে। বছরের বাকি দিনগুলোতে সর্বোচ্চ চেষ্টা

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

বই উৎসব বাধাগ্রস্ত হওয়ার শঙ্কা

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

করলে আরো ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ বই ছাপানো সম্ভব। তবে যে পরিমাণ বই ছাপানো শেষ হবে তাতে নতুন বছরের শুরুতে বই উৎসবে কোনো বাধার সৃষ্টি হবে না। বছরের প্রথম কয়েক দিনে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশেরও বেশি শিশু বই নিতে আসে না। আর বাকি শিশুরা বই নিতে নিতে সব কাজ শেষ হয়ে যাবে।'

এনসিটিবি সূত্র জানায়, অন্যান্য বছরের মতোই এবারও একই সময়ে প্রাথমিকের বইয়ের দরপত্র আহ্বান করা হয়। দুই কোটি ৩১ লাখ ৭০ হাজার ৩৫১ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১০ কোটি ৮৭ লাখ ১৯ হাজার ৯৯৭ কপি বইয়ের প্রাক্কলন মূল্য ধরা হয় ২৯২ কোটি টাকা। আন্তর্জাতিক দরপত্রে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে ১৯৮ কোটি টাকায় কাজ পায় দেশীয় মুদ্রণকারীরা। এতে সরকারের ৯৪ কোটি টাকা সাশ্রয় হলেও বেঁকে বসে বিশ্বব্যাংক। কারণ তারা মোট মূল্যের ৯ শতাংশ অর্থ দেয়। দরপত্র প্রক্রিয়ার শেষে তারা নতুন করে পাঁচটি শর্ত জুড়ে দেয়। কিন্তু সেই শর্তে কাজ করতে রাজি হয়নি মুদ্রণকারীরা। ২৫ আগস্ট কার্যাদেশ তৈরি হলেও সৃষ্টি হয় অনিশ্চয়তা। শেষ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক শর্ত প্রত্যাহার করলে কাজ শুরু করে মুদ্রণকারীরা। কিন্তু এতে এক মাসের বেশি সময় চলে যায়। মূলত ১৭ অক্টোবর থেকে প্রাথমিকের বই ছাপানোর কাজ শুরু হয়। এর পর থেকে ৫৫ দিনে ৫০ শতাংশ বই ছাপিয়ে পৌঁছে দিয়েছে মুদ্রণকারীরা। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাকি ২২ দিনে এখন অবশিষ্ট ৫০ শতাংশ বই ছাপাতে হবে।

প্রাথমিকের কত ভাগ বই পৌঁছেছে, তাও খোলাসা করে বলছে না এনসিটিবি। প্রাথমিকের বই দেখভালের দায়িত্বে রয়েছেন এনসিটিবির উৎপাদন নিয়ন্ত্রক মো. আবদুল মজিদ। তাঁর কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করে গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'দায়িত্বে থাকলেও সব কিছু বলা যায় না। আপনি মেম্বার (টেক্সট) অথবা চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলুন। আর আমার কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইবেন না।'

এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র পাল গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আশা করছি, ২৫ ডিসেম্বরের মধ্যে সব বই পৌঁছে যাবে। মাধ্যমিকের বই পৌঁছানোর শেষ পর্যায়ে আছে। আর প্রাথমিকের প্রায় ৫০ শতাংশ বই পৌঁছে গেছে। এত দিন মাধ্যমিক ও প্রাথমিকের বইয়ের কাজ একসঙ্গে চলেছে। এখন মাধ্যমিকের কাজ প্রায় শেষ। মুদ্রণকারীরা পুরো মনোযোগ দেবে প্রাথমিকের বইয়ের কাজে। ফলে দ্রুত কাজ শেষ করা সম্ভব হবে। আর আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি বই পৌঁছানোর ওপর। আগে এই কাজ শেষ করার পর অন্যান্য বিষয় নিয়ে ভাবব।'

গত ২ ডিসেম্বর এনসিটিবির চেয়ারম্যান বরাবর চিঠি দেয় প্রাথমিকের বইয়ের কাজ পাওয়া মুদ্রণকারীরা। চিঠিতে লেখা হয়, 'প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণকাজ শুরু করার পর ইতিমধ্যে গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় কাগজের দাম বেড়ে গেছে। পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপকরণের মূল্যও আনুপাতিক হারে বেড়েছে। সব মিলিয়ে উৎপাদন খরচ প্রায় ১৫ থেকে ২০ শতাংশ বেড়েছে। তাই আমাদের পূর্বের উদ্ধৃত মূল্যের সাথে অতিরিক্ত মূল্য যোগ করে বর্ধিত হারে বিল পরিশোধ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।'

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বছর শেষ হওয়ার আড়াই মাস আগে থেকে বই ছাপার কাজ শুরু হলেও এই সময়ের মধ্যেই আরো বেশি কাজ শেষ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু তা না হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এনসিটিবির কাছে বেশ কিছু প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্য বই ছাপার কাজ পাওয়া বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান। সেই অভিযোগে বলা হয়, ওই ৯ প্রতিষ্ঠান মূলত নোট-গাইড ছাপানোর জন্য বিভিন্ন মিল থেকে কাগজ কিনছে। এ কারণে পাঠ্য বই ছাপার কাগজ সময়মতো পাওয়া যাচ্ছে না। বিভিন্ন ছাপাখানায়ও নোট-গাইড ছাপাচ্ছে সংশ্লিষ্ট প্রকাশকরা। একদিকে কাগজ সংকট অন্য দিকে ছাপাখানায় শিডিউল না পাওয়ার কারণে বিনা মূল্যের বই ছাপার কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে। এসব কারণে যথাসময়ে বই দেওয়ার ক্ষেত্রে সংকটের আশঙ্কা রয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এনসিটিবি ওই ৯ প্রতিষ্ঠানকে ডেকে পাঠায়। সেখানে আগামী ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত নোট-গাইড না ছাপা এবং কাগজ না কেনার সিদ্ধান্ত হয়।

আর পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি নিম্নমানের কাগজে এবার প্রাথমিকের বই ছাপার অভিযোগ করেছে। সমিতির সভাপতি আলমগীর সিকদার লোটন গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'দরপত্রে স্পেসিফিকেশনে যা চাওয়া হয়েছে সে অনুযায়ী কাজ করছে না কিছু প্রতিষ্ঠান। ৮০ জিএসএম কাগজ দেওয়ার কথা থাকলেও সেটা দিচ্ছে না। কেউ কেউ রিসাইক্লিং করা পুরনো কাগজেও বই ছাপছে। ব্রাইটনেসও ঠিক নেই। এতে এই বই পুরো এক বছর পড়তে পারবে না শিক্ষার্থীরা।'

তবে বাংলাদেশ মুদ্রণ সমিতির সভাপতি শহীদ সেরনিয়াবাত প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'আমরা যেহেতু কিছুদিন পরে কাজ শুরু করেছি তাই সহায়ক বই ছাপা একটা মাস বন্ধ রাখতে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু সেটা না করে তারা উল্টো অভিযোগ করছে। এমনকি আমাদের ওপর দোষ চাপাচ্ছে। তারা যেসব কথা বলছে, সেগুলো পরীক্ষা ছাড়া বলা সম্ভব নয়। আর এনসিটিবি তো প্রতিনিয়ত মান পরীক্ষা করছে। আর বিশ্বব্যাংকের শর্ত ছাড়ের কারণে এবার কঠোরভাবে মান নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। প্রকাশক ও মুদ্রণ সমিতির এই অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই।'

বই পৌঁছানোর ব্যাপারে তিনি বলেন, 'আমরা ২৫ ডিসেম্বরের মধ্যেই শতভাগ বই পৌঁছানোর ব্যাপারে আশাবাদী। তবে আমাদের সবই যন্ত্রচালিত। এমনিতেই আমরা কম রেটে কাজ নিয়েছি। তার পরও গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বেড়ে যাওয়ায় আমরা মূল্য পুনর্নির্ধারণের দাবি জানিয়েছি।'